প্রথম আলো

তারিখ 11 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বইমেলার আয়োজনে ছাত্রলীগ নামধারী তরুণদের উৎপাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ছাত্রলীগ নামধারী কিছু তরুণ গতকাল বুধবার এবং এর আগের দিন তিন ঘণ্টা করে বইমেলার তথ্য ফরম বিতরণ ও জমা নেওয়ার কার্যক্রম বন্ধ করে রাখেন। এঁদের বাধার মুখে গতকাল বুধবার বেলা দেড়টা থেকে পাঁচটা এবং আগের দিন দুপুর ১২টা থেকে দুইটা পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এতে বিপাকে পড়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ।

ওই যুবকেরা গতকাল জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দাবি অনুযায়ী ৫০টি ফরম দেওয়া না হলে আর কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হবে না।

গতকাল বেলা তিনটায় বাংলা একাডেমীতে গিয়ে দেখা যায়, বিক্রয়কেন্দ্রের টিনশেড ভবনের সামনে তথ্য ফরম সংগ্রহ ও জমা নিতে আসা মানুষের লাইন পড়ে গেছে। এ ভবন থেকেই গত সোমবার বইমেলায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের মধ্যে তথ্য ফরম বিতরণ করা হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার ওই ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ দিন।

> ওই যুবকেরা জানিয়েছেন, তাঁদের দাবি অনুযায়ী ৫০টি ফরম দেওয়া না হলে আর কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হবে না

বিক্রয়কেন্দ্রের টিনশেড ভবনের সামনের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বর্ণায়নের স্বত্বাধিকারী কে এম নিয়াকত, সজনী বুকসের স্বত্বাধিকারী রহমতউল্লাহ, ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থাপক প্রদীপ সীমান্ত, লাবণী প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মী ও বর্ণীল প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মী সিপি আখতারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা আটকা পড়ে আছেন এ লাইনে। সিপি আখতার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'পাঁচ মিনিটের কাজ সারতে এসে দুই ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।' আটকা পড়ার কারণ জানতে চাইলে সিপি অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনকে দেখিয়ে বলেন, ফরম না দেওয়ায় ওই ছেলেরা কাজ করতে দিচ্ছে না। এ সময় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) প্রকাশনা কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির জানান, মঙ্গলবার তথ্য ফরম নিতে এসে ওই ছেলেদের কারণে ফরম না নিয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

ওই ছেলেদের পরিচয় জানতে চাইলে সবাই চুপ হয়ে যান। একপর্যায়ে একজন বলেন, 'ওরা তো নিজেদের ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগ বলে পরিচয় দিচ্ছে।' ওদের নেতার নাম জাকির ও আরজু।'

জাকিরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাড়া পাওয়া গেল না। তবে তাঁর কর্মীদের একজন জানালেন, 'জাকির ভাইরে চিনেন না?' অজ্ঞতা স্বীকার করে নিলে ওই কর্মী বলেন, 'জাকির ভাই ছাত্রলীগ করতেন। এখন বঙ্গবন্ধুর সংগঠন করেন।'

বঙ্গবন্ধুর কোন সংগঠন করেন জানতে চাইলে ওই যুবক বিরক্ত হয়ে বলেন, 'জাকির ভাই বঙ্গবন্ধু বইমেলা করেন।' এরপর এ প্রতিবেদকের অজ্ঞতায় ধিক্কার জানিয়ে বলেন, 'আপনি কেমন সাংবাদিক? বঙ্গবন্ধু বইমেলার আয়োজক জাকির হোসেনকে চেনেন না?'

এ সময় তথ্য ফরম বিতরণ ও জমা নেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলা একাডেমীর বিপণন ও বিক্রয় উন্নয়ন উপবিভাগের কর্মী রেজাউল কবীর তালা খুলে ভেতরে ঢুকেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন জাকির ও আরজুর কর্মী বাহিনীর কাছে। তাঁরা দেরি না করে তাঁদের জন্য ৫০টি তথ্য ফরম এনে দেওয়ার দাবি করেন। উপর্যুপরি চাপের মুখে রেজাউল কবীর আবারও গেটে তালা দিয়ে বেরিয়ে যান। অবশ্য এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ এলে যুবকেরা চলে যান বাংলা একাডেমী ভবনে। সেখানে গিয়ে মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে দেখা করে আজ আবারও তথ্য ফরম সংগ্রহ করতে আসবেন বলে জানিয়ে দিয়ে আসেন। এ সময় সেখানে অমর একুশে বইমেলা কমিটির সদস্যসচিব শাহিদা খাতুনও উপস্থিত ছিলেন।

পরে এ বিষয়ে জানতে চাইলে শাহিদা খাতুন বলেন, 'আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, জাকির ও আরজুর নেতৃত্বে আসা ওই যুবকদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোনো সম্পর্ক নেই। এদের বেশির ভাগ বাংলা একাডেমী-সংলগ্ন শিববাড়ী এলাকার বাসিন্দা।'

শামসুজ্জামান খান বলেন, 'ওদের আমি বুঝিয়ে বলেছি, এবারের মেলায় কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংগঠনকে স্টল দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই আবার আসার কোনো দরকার নেই।'